২.২.৩ টোটেম প্রথা (Totemism)

কোন কোন চিন্তাবিদ টোটেম প্রথাকে ধর্মের আদিরূপ বলে দাবি করেছেন। টোটেম হল কোন এক জাতীয় প্রাণী বা উদ্ভিদ, কখনও বা এক শ্রেণির নিষ্প্রাণ জড়বস্তু যার সঙ্গে কোন সামাজিক উপগোষ্ঠী (clan) বা কৌমের এক ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে বিশ্বাস ব্যক্ত হয়। তার নামেই সেই উপগোষ্ঠী পরিচিত হয় এবং অন্যান্য উপগোষ্ঠী থেকে স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখে। সমগ্র উপগোষ্ঠীটিকে টোটেমের বংশোদ্ভূত বলে স্বীকার করা হয়। মনে রাখতে হবে যে, টোটেম কিন্তু কোন এক শ্রেণির প্রাণী বা উদ্ভিদের অন্তর্গত কোন বিশেষ প্রাণী বা উদ্ভিদ নয়। সেই সম্পূর্ণ উপজাতিটিই টোটেম। যেমন কোন একটি বিশেষ সাপ, বাঘ বা হাতি নয়, বরং ঐ সাপ, বাঘ ইত্যাদির সম্পূর্ণ উপজাতিটিই সেই মানবগোষ্ঠীর টোটেম। টোটেম দেবতা নয়, কিন্তু উপাস্য। তাকে আঘাত করা, অশ্রদ্ধা করা বা বিশেষ কোন পবিত্র উপলক্ষ ছাড়া হত্যা করে ভক্ষণ করা সেই মানবগোষ্ঠীর পক্ষে নিষিদ্ধ।

পূজা-অর্চনা ইত্যাদি আচার-অনুষ্ঠানের উৎপত্তি হিসাবে টোটেমবাদ বিশেষ ব্যাপকতা লাভ করেছিল প্রধানত W. Robertson Smith-এর *Religion of the Semites* (১৮৮৫ খ্রি.) প্রকাশের পর। এই তত্ত্ব আরো বিস্তৃতি লাভ করে Jevons-এর *Introduction to the History of Religion* (১৮৯৬ খ্রি.) গ্রন্থ প্রকাশের পর।

Smith-এর তত্ত্বে টোটেম প্রথাকে ধর্মীয় আনুষ্ঠানিকতার উৎস বলা হয়েছে। Jevons-ও বলেছেন (১) টোটেম প্রথা হল আদিমতম মানবিক সংগঠন, (২) তা বিশ্বের সমস্ত আদিম সমাজে প্রচলিত, (৩) বহুদেববাদ এই টোটেম প্রথারই পুনরাবির্ভাব।

Scanned by CamScanner

Jevons মনে করেন প্রাণীকুলই মানুষের প্রথম উপাস্য ছিল। টোটেম প্রথা এই উপাসনার আদিরূপ। দীর্ঘকাল একেকটি মানবগোষ্ঠীর একেকটি উপাস্য বস্তু ছিল যাকে তাদের গোষ্ঠী দেবতা বা টোটেম বলা যায়।

আধুনিক নৃতাত্ত্বিক ও সমাজতাত্ত্বিকরা অবশ্য স্বীকার করেন না যে, প্রত্যেক ধর্মই টোটেম প্রথা থেকে উৎপন্ন। এই প্রথা যে অত্যন্ত আদিম তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু এর সার্বজনীনতা গবেষকরা স্বীকার করেন না। বহু আদিম অধিবাসীর মধ্যে এর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি। যেমন শ্রীলঙ্কার ভেদ্দা উপজাতি, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জ ও ব্রাজিলের কোন কোন উপজাতি গোষ্ঠীতে এর প্রচলন নেই। আবার মধ্য অস্ট্রেলিয়ার কোন কোন উপজাতির মধ্যে টোটেম প্রথা থাকলেও তাদের কাছে টোটেম উপদেবতা হিসেবে আরাধ্য নয়। টোটেমবাদকে ধর্ম বলা যায় না, তবে একথা স্বীকার করতেই হবে যে, তা ধর্মের খুব কাছাকাছিই। Edwards মনে করেন টোটেমবাদকে মানবধর্মের আদিরূপ না ভেবে তাকে সমাজ বা গোষ্ঠী সংগঠনের আদিরূপ বলা যেতে পারে।

সাম্প্রতিককালে Emile Durkheim-এর নেতৃত্বে একদল ফরাসি সমাজতত্ত্ববিদ টোটেমবাদকে নবতররূপ দেবার চেষ্টা করেছেন। Durkheim মনে করেন টোটেমবাদ হল ধর্মের অতি সরল আদিমতম রূপ। এই প্রথা সার্বজনিক কিনা তা তত গুরুত্বপূর্ণ নয়। প্রত্যেক ধর্মবিশ্বাসের মূল কথা হল কোন রহস্যময় নৈর্ব্যক্তিক শক্তিতে বিশ্বাস, যে শক্তি আমাদের জীবনকে সর্বত্রভাবে নিয়ন্ত্রিত করে। আদিম মানবজীবনের সমস্ত দিক গোষ্ঠী সমাজের দ্বারা কঠোরভাবে নিয়ন্ত্রিত হত। জীবনে এই গোষ্ঠীগুলির উপলব্ধি থেকে এক নৈর্ব্যক্তিক শক্তির চেতনা জাগ্রত হয়। টোটেম হল এই শক্তিরই প্রতীক। আদিম সমাজে গোষ্ঠীর অনুশাসন, বিভিন্ন প্রথা ও ধ্যান-ধারণার দ্বারা মানব জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। যে শক্তির উপাসনা তারা করত তা ছিল গোষ্ঠীর নিয়ন্ত্রণ শক্তি। Durkheim ধর্ম সম্পর্কে সমাজতাত্ত্বিক মতবাদের সমর্থক। তাই টোটেমবাদের প্রতি তাঁর এত আগ্রহ। ধর্মকে তিনি সম্পূর্ণরূপে সমাজতাত্ত্বিক ব্যাপার মনে করেছিলেন। টোটেমের রহস্যময় শক্তিতে বিশ্বাস ও ভীতি থেকেই ধর্মের উৎপত্তি বলে তিনি বিশ্বাস করেন।

Edwards টোটেম প্রথাকে আদিম ধর্ম হিসেবে মানতে নারাজ। কারণ, যে সমস্ত মানবগোষ্ঠীতে এখনও টোটেম প্রথা প্রচলিত আছে সেখানে টোটেমের প্রতি শ্রদ্ধা আছে, ভীতিও আছে, কিন্তু তাকে অতিপ্রাকৃত সত্তা হিসেবে আরাধনা করার রীতি নেই। তবে প্রাণবাদ বা প্রেতপূজাবাদের পূর্ববর্তী কোন নৈর্ব্যক্তিক অতিপ্রাকৃত শক্তির সম্পর্কে অস্পষ্ট ধারণা থেকে ধর্মের উৎপত্তি হয়েছিল—Durkheim-এর

Scanned by CamScanner

ধারণাকে Edwards সঠিক মনে করেন। ব্যক্তিত্বের ধারণা অনেক পরবর্তী যুগে গড়ে উঠেছে। তাই আদিম যুগের মানুষের পক্ষে ধর্মীয় শক্তিকে নৈর্ব্যক্তিক শক্তি হিসেবে দেখাই স্বাভাবিক ছিল।

Scanned by CamScanner